



**BENGALI A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1**  
**BENGALI A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1**  
**BENGALÍ A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1**

Tuesday 3 May 2005 (morning)

Mardi 3 mai 2005 (matin)

Martes 3 de mayo de 2005 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

---

**INSTRUCTIONS TO CANDIDATES**

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.

**INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS**

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.

**INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS**

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে শুধু একটাই বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১ (ক)

- ৫ আমি ভারত বেড়াতে গিয়েছি। কলকাতা, দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, সিমলা, কাশ্মীর ঘুরে এসেছি শুনে প্রথম যে প্রশ্নটি লোকে করে, সেটি হলো—সঙ্গে কে ছিল ? কাশ্মীরের বরফাচ্ছাদিত গুলমার্গ, বানিহাল টানেল, হিমালয়ের উপর ঝুলন্ত চেয়ার, ডাল লেকে শিকারা ও হাউজবোট সম্পর্কে আমি উচ্ছ্বসিত হই। কিন্তু তাদের ওই এক প্রশ্ন—সঙ্গে কে ছিল ?
- আমি উত্তরে বলি—একা।
- ১০ এঁকা ? একা একটি মেয়ে বাইরে বেড়াতে যেতে পারে নাকি ? কারো বিশ্বাস হয় না। এরপর কেউ আমার শান্তিনিকেতন, দীঘার সমুদ্র, কন্যাকুমারীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ দেখায় না। যে চিন্তাটি তাদের মস্তিষ্ক জুড়ে ঘোঁটা পাকায়, তা হলো, সঙ্গে কে ছিল। আমি একবার বলেছিলাম, সঙ্গে অতসী, কৃষ্ণকলি আর মল্লিকা ছিল।
- আর ?
- আর কেউ না।
- ১৫ কেন, পুরুষমানুষ কেউ ছিল না ?
- না।
- লোকে অবাক চোখে তাকায়। পুরুষ ছাড়া মেয়েরা একজনও যা, সাতজনও তা।
- ২০ এক্ষেত্রে আমার বয়সী একটি ছেলে যদি একইভাবে দার্জিলিং, সিমলা, কাশ্মীর ঘুরে আসতো, একা, তবে বিমোহিত সকলেই বলতো, আহা কী পবিত্র মন ! কী চমৎকার রুচি ! কী অগাধ সৌন্দর্যবোধ ! কী অপূর্ব জীবন !
- ধরা যাক, আমার খুব সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে, আমার খুব সীতাকুণ্ড পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করছে, আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে শালবন বিহার, কাপ্তাই লেকে স্পীডবোট নিয়ে সারা বিকেল ঘুরতে ইচ্ছে করছে, সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে পদ্মায় ; তখন কি করতে হবে ? একজন পুরুষ জোগাড় করতে হবে।
- ২৫ পুরুষ ছাড়া মেয়েরা দূরে কোথাও যেতে পারে না। সে যে বয়সেরই হোক না কেন। বাসে চড়লে কন্ডাক্টর জিজ্ঞেস করে, আপনার সঙ্গে লোক কই ? তারা নিশ্চিত, সঙ্গে একজন লোক অর্থাৎ পুরুষ আছেই। নানা জায়গায় পুরুষ থাকে না থাকা নিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয় মেয়েদের। সঙ্গে যদি পুরুষ থাকে, সে যদি স্বামী অথবা নিকটাত্মীয় না হয়, তাহলে অসুবিধে—কে এই লোক ? কী সম্পর্ক ? আর
- ৩০ যদি সঙ্গে পুরুষ না থাকে, তাহলেও অসুবিধে, কেন নেই ? অত্যন্ত সচেতনভাবে পুরুষের ওপর মেয়েদের নির্ভর করানো হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পিতার কন্যারা অথবা স্বামীর বধূরা দু'চারটে আত্মীয়র বাড়ি আর মার্কেট যোরাঘুরি করেই ভাবে 'নারী স্বাধীনতা' হয়ে গেল।
- আসলে তা হয় না। মেয়েদের পায়ের শৃঙ্খল খুব শক্ত শৃঙ্খল। হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে কেউ তার শিকল খুলে দিয়ে বলবে না বেরিয়ে আয়। রূপকথায় শুভার্থী পাওয়া যায়, বাস্তবে নয়।
- ৩৫ মেয়েরা এখন শখ করে পায়ে মল পরে। এই মল জিনিসটি আবিষ্কারের এবং মেয়েদের পরানোর পেছনে একটি উদ্দেশ্য আছে। মল পরলে মেয়েদের গতিবিধি—তারা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, শব্দ শুনে জানা যায়। আর বোকা মেয়েরা সেই মল, যা একটি সীমানার ভেতরে তাদের বন্দি করে রাখে, তা পরে, ভাবে যে তাদের পায়ের সৌন্দর্য বৃষ্টি বেড়েছে।
- ৪০

সূত্র: তসলিমা নাসরিন: নির্বাচিত কলাম। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃষ্ঠা ১২৯-৩।

- এই প্রবন্ধের মূল বিষয়টি কী ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে?
- এই অংশে দেওয়া তর্ক কী করে উদাহরণ এবং জেনেরেলাইজেশনের প্রয়োগ করা হয় বিশ্লেষণ করুন।
- পুরো অংশের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ অনুচ্ছেদের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করুন।
- ‘আমি’ বক্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধ বুঝতে পাঠককে কী ভাবে সাহায্য করে?

১ (খ)

## ঘরে ফেরা

কেউ তোমাকে নিয়ে গেল কিংবা তুমি নিজেই গিয়েছিলে  
 যাওয়ার কালে কেউ দেখে নি, কেউ দেখে না হৃদয় ছেড়ে যাওয়া।  
 সাক্ষী রেখে ফুল ঝরে না, চাঁদ ডোবে না ভোরে  
 আমার বুঝি দায় ছিল তাই দাঁড়িয়ে থাকি একা।

৫ হয়তো এখন সুনিশ্চিত ঘুমিয়ে আছ, গায়ে  
 বিরাট এক পদ্ম তুলে হাওয়া করছে কেহ।  
 জেগে উঠলে রঙবেরঙের নৌকা আছে বাঁধা  
 জলে ভাসলে সবাই ভোলে তীরের জটিলতা।

১০ কারোর কাছে দোষ করি নি। তবুও এক পাখি  
 ঠোঁটে করে উড়িয়ে নিল আমার গৃহখানি,  
 অনেক কাল ঘরে যাই নি, অনেক কালের হাঁটা  
 তোমার মরণ হলে নেব চিতার কাছে বাসা।

সূত্র: মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-): ঘরে ফেরা। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক রায়  
 (সম্পাদক): বাংলা আধুনিক কবিতা। ২য় খণ্ড। কলকাতা, সাহিত্যম্, ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ৬২।

- কবিতাটির মূলাংশের পরিপ্রেক্ষিতে শিরোনামার তাৎপর্য কী?
- চলে-যাওয়া ব্যক্তির অবস্থা কী ভাবে বর্ণিত হয়েছে?
- কবিতাটিতে চিত্রকল্পের ব্যবহার নিয়ে মন্তব্য রাখুন।

এ কবিতাটি পড়ে আপনার নিজের প্রক্রিয়া ভিত্তি করে কবিতাটির একটি মূল্যায়ন

- দেওয়ার চেষ্টা করুন।